بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল

তাওয়াক্কুলের পরিচয়, প্রকারভেদ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সংকলনে

আবু আবদুল্লাহ

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল

তাওয়াক্কুল কি?

تَوَكُّل আরবী শব্দ। এর অর্থ হল: ভরসা করা, নির্ভর করা। تَوَكَّلُ عَلَى اللهِ অর্থ হল: আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা। ইসলামে আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি একটি ইবাদাত। তাই আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো উপর তাওয়াক্কুল করা যাবে না। কোন নাবী-রসূল, মৃত বা জীবিত অলী, পীর-বুযুর্গের উপর ভরসা করা বা তাওয়াক্কুল করা শিরক।

একজন ঈমানদার ভাল ও কল্যাণকর বিষয় অর্জনের জন্য সকল ব্যাপারে নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করবে, সার্বিক প্রচেষ্টা চালাবে আর ফলাফলের জন্য আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করবে, তাঁর প্রতি আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে। এ বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন ফলাফল তা-ই হবে। আর তাতেই রয়েছে কল্যাণ। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদি তা আমরা অনুধাবন না-ও করতে পারি। এটাই তাওয়াক্কুলের মূল কথা। তাওয়াক্কুলের নীতি অবলম্বনকারী ব্যক্তি কখনো হতাশ হয় না। আশা ভঙ্গ হলে মুষড়ে পড়ে না। বিপদ-মুসীবত, যুদ্ধ-সংকটে ঘাবড়ে যায় না। যে কোন দুর্বিপাকে, দুর্যোগ, সঙ্কট, বিপদ-মুসীবতে আল্লাহ তা'আলার উপর দৃঢ় আস্থা রাখে। ঘোর অন্ধকারে আশা করে উজ্জ্ব সুবহে সাদিকের। জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়নের যতই ঝড়-তুফান আসুক, কোন অবস্থাতেই সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। তাই আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল হল তাওহীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

তাওয়াক্কুল এর প্রকারভেদ

তাওয়াক্কুল তিন প্রকার। যথাঃ

১. শিরকী তাওয়াক্কুল। কল্যাণ ও অকল্যাণ বিষয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে আন্তরিকভাবে গাইরুল্লাহর উপর নির্ভর করা। এটা আবার দু'প্রকার। যেমন-

- যে বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কারো ক্ষমতা নেই সে বিষয়ে গাইরুল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে নির্ভর করা। এটি শিরকে আকবার। যেমন- রোগ নিরাময়, জীবিকা দান, সন্তান দেয়া ও বিপদে পরিত্রান দেয়ার বিষয়ে গাইরুল্লাহর উপর নির্ভর করা।

- যে উপকার ও অপকার করার ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন তা অর্জন বা দূরীকরণে জীবিত সক্ষম মানুষদের উপর নির্ভর করা। এটি শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। যেমন- চাকুরী লাভ, মামলায় জয় লাভ, পরীক্ষায় পাশ, ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন আত্মীয় কর্মকর্তার উপর নির্ভরশীলতা।

২. পার্থিব বিষয় পরিচালনায় পরনির্ভরশীলতা। যেমন- পার্থিব বা ইসলামী কোন কাজ সম্পাদনে কোন ব্যক্তিকে উকিল নিয়োগ করা। যেমন- বদলি হজ্জ, ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করা। এটি জায়েয। এর মধ্যে কোন শিরক নেই।

৩. তাওহীদী তাওয়াক্কুল। অর্থাৎ সর্ববিষয়ে আল্লাহর উপর নির্ভর করা। অতএব গাইরুল্লাহকে বাদ দিয়ে সকল বিষয়েই আমাদেরকে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে।

সাহাবায়ে কিরামদের তাওয়াক্কুল কেমন ছিলঃ

সাহাবাদের তাওয়াক্কুল সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

অর্থঃ আর মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছেন এটি তো তাই। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্যই বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্ম সমর্পণই বৃদ্ধি পেল।

(সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ২২)

উপরোক্ত আয়াতে খন্দকের যুদ্ধকালে মুসলিমদের ঈমানি অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পঞ্চম হিজরী মোতাবেক ৬২৭ ইং সনে যখন মদিনার আশে পাশের ও মক্কার কাফেররা মদিনা ঘেরাও করে ফেলল মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ এর নেতৃত্বে মুসলিমরা সাধ্যমত প্রতিরোধ গড়ে তুলল। তখন অস্তিত্বের এই সীমাহীন সংকটকালেও তারা সামান্যতম হীনমন্য হয়নি। বরং ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী শক্তির এই প্রবল ও সর্বব্যাপী আগ্রাসন দেখে তারা ভীত-বিহবল না হয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কাফিরদের এই ব্যাপক আগ্রাসন দেখে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছিল। হয়েছিল আরো দৃঢ়, আরো মজবুত। তারা মনে করেছিল যখন আমরা ঈমান এনেছি তখন ঈমানের পরিক্ষা তো দিতেই হবে।

এটা যেমনিভাবে মহান আল্লাহ বলেছেন, তেমনি ওয়াদা করেছেন তাঁর রসূলও। এ অবস্থায় যেমন তাদের ঈমান সুদৃঢ় হয়েছিল, তেমনি ইসলাম আরো সুন্দর, আরো মজবুত হয়েছিল।

আজ আমাদের অধিকাংশ মুসলিমদের কাছে এই আয়াতের শিক্ষা অনুপস্থিত। আমরা যখন দেখি বিশ্বের অমুসলিম জাতি ও পরাশক্তিগুলো আমাদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে, তখন আমরা ভীত-বিহ্বল হয়ে যাই, হীনমন্য হয়ে পড়ি। তাদের সন্তুষ্ট করতে নিজের দেশের লোকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরি। মুসলিমদের ধরে ধরে তাদের হাতে সোপর্দ করে দেই। ইসলাম ও ঈমানকে মুলতবী করার চেষ্টা করি। ভাবতে থাকি, এ মুহূর্তে ইসলামের এটা বলা যাবে না। ওটা করা যাবে না। আগ্রাসীদের প্রকাশ্যে সমর্থন করি। এগুলো সবই মুসলিম উম্মাহর মানসিক বিপর্যয়। মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত জাতি শক্তিশালী হলেও শত্রুকে পরাজিত করতে পারে না। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ ছিল অন্য রকম। এমন সংকটকালে তারা দৃঢ় ঈমান ও মজবুত ইসলামের পরিচয় দেবে। তারা মনে করবে আমরা যখন ইসলামের অনুসারী তখন অমুসলিম শক্তি কখনো আমাদের অস্তিত্ব মেনে নেবে না। তাদের আগ্রাসনটাই স্বাভাবিক। তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

দুষ্ট বালকেরা রাস্তা দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় সব গাছের প্রতি ঢিল ছুড়ে না। যে সকল গাছে ফল আছে সে সকল গাছেই ছুড়ে। মুসলিম উম্মাহ হচ্ছে, ইসলাম নামক দ্বীনের ফল-ফুল দিয়ে সমৃদ্ধ। দুষ্ট লোকেরা তাই তাদের নির্মূল করতে প্রয়াস চালায়। তাদের দেখা মাত্র ঢিল ছুড়ে।

ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো ধেয়ে আসলে মুসলিম নেতারা যুদ্ধ করা ছাড়াই তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে। তখন আল্লাহ তা'আলা কি বলেছেন, তাঁর রসূল কি বলেছেন, তার দিকে তাকানোর সময় তারা পায় না। আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা রাখার বা তাওয়াক্কুল করার সাহস তারা পায় না। ভাল কথা, কিন্তু বাস্তবতার প্রতি খেয়াল করার সুযোগ কি তাদের হয় না। তারা কি দেখতে পায় না, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষের দল ভাঙ্গা-চোরা অস্ত্র দিয়ে কত বড় বড় শক্তিকে পরাজিত করে শূণ্য হাতে ফেরত পাঠিয়েছে? কাফিরদের হুমকি, হামলা, অবরোধের মুখে যদি কারো ঈমান দৃঢ় না হয়, বৃদ্ধি না পায়, তাহলে সে যেন নিজেকে দুর্বল মুমিন হিসেবে ধরে নেয় এবং নিজের ঈমানের চিকিৎসা করাতে উদ্যোগী হয়। আলোচিত আয়াত তো আমাদের এমনটিই বলছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَـٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ فَٱنقَلَبُوا۟ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ وَٱتَّبَعُوا۟ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

অর্থঃ যাদেরকে মানুষেরা (মুনাফিকরা) বলেছিল যে, নিশ্চয়ই লোকেরা (কাফিররা) তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু তা তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক! অতঃপর তারা ফিরে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামাত ও অনুগ্রহসহ। কোন মন্দ তাদের স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

(সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১৭৩ - ১৭৪)

উপরোক্ত আয়াতটিও প্রায় একই বিষয় সম্পন্ন। অর্থাৎ কাফিরদের আক্রমণের মুখে মুমিনের ঈমান এবং আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল ও আস্থা বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কে। উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের বিপর্যয় ঘটেছিল মারাত্মকভাবে। আল্লাহর রসূল ﷺ নিজে এ যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। তাঁর অনেক প্রিয় সাহাবাকে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল। এক হাজার মুজাহিদের মধ্যে সত্তর জন শহীদ হয়ে গেলেন। আহত হলেন আরো অনেক। যুদ্ধের পর মদিনার ঘরে ঘরে শোকের মাতম। আর আহত মুজাহিদদের কাতরানি। এমতাবস্থায় খবর এল, কাফির বাহিনী আবার মদিনাপানে ধেয়ে আসছে। অবশিষ্ট জীবিত মুসলিমদের সকলকে নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছে। এ খবর শুনে মুসলিমগণ পলায়ন বা আত্মসমর্পণের চিন্তা না করে উঠে দাঁড়ালেন। ভীত বা শঙ্কিত হওয়ার বদলে পুনরায় রওয়ানা দিলেন কাফির বাহিনীর মোকাবেলা করতে। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান ও মজবুত তাওয়াক্কুল নিয়ে অভিযানে বের হলেন। আহত মুজাহিদদের অনেকে খুড়িয়ে খুড়িয়ে অভিযানে শরীক হলেন। পরিণতিতে তারা বিজয়ী হলেন। আর কাফিররা গেল পালিয়ে। ইসলামের ইতিহাসে এ অভিযানের নাম হামরাউল আসাদ অভিযান। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বললেন, যখন তাদের ভয় দেখানো হল, কাফিররা আবার ফিরে আসছে তোমাদের শেষ করতে, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেল। তারা বলল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট...।

এ আয়াত থেকে শিক্ষা হল, কাফির শক্তির হামলা, অবরোধ, হুমকি-কে ভয় না করে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

অর্থঃ আর তুমি ভরসা কর এমন চিরঞ্জীব সত্তার উপর যিনি মরবেন না।
(সূরা ফুরকান ২৫ ঃ ৫৮)

কেউ যদি সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল করতে পারে, তাহলে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামাত, প্রতিদান ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। যেমন লাভ করেছিলেন হামরাউল আসাদ অভিযানে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরামগণ। এ ধরণের আগ্রাসন, সংকট ও বিপদে যাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তা'আলার প্রতি আস্থা ও তাওয়াক্কুল বেড়ে যায়, তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন।

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

অর্থঃ আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত। (সূরা ইবরাহীম ১৪ ঃ ১১)

তাওয়াক্কুল তো এমন সত্তার উপর করা উচিত যিনি চিরঞ্জীব। তিনি হলেন আল্লাহ। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপর তাওয়াক্কুল করা জায়েয নয়। তাওয়াক্কুল একটি ইবাদাত। যেমন আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করতে আদেশ করেছেন। এটা শুধু আল্লাহর জন্যই নিবেদন করতে হবে। যদি কেউ এমন কথা বলে, চিন্তা নেই, আল্লাহর রসূল ﷺ শাফাআত করে আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। তাহলে সে আল্লাহর রসূলের উপর তাওয়াক্কুল করে শিরক করল। এমনিভাবে যদি কেউ বলে আমি আব্দুল কাদের জিলানীর উপর ভরসা রাখি। তাহলে সে শিরক করল। তাওয়াক্কুল-ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপরই করতে হবে। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রাখা মুমিনদের একটি বৈশিষ্ট্য। অতএব সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

অর্থঃ অতঃপর তুমি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর তাওয়াক্কুলকারীদের (ভরসাকারীদের) ভালবাসেন। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১৫৯)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকেও তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন। সুতরাং আল্লাহর ভালবাসা লাভের একটি কার্যকর উপায় হল তাওয়াক্কুল।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ

قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

অর্থঃ এবং তিনি তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন যার (উৎস) সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জিনিসের জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (সূরা আত তালাক ৬৫ ঃ ৩)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করবেন, যে সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল করবে তার রিযিকের কোন চিন্তা নেই। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ

تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا

অর্থঃ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা যদি প্রকৃতভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করতে, তাহলে তোমাদেরকে এমন ভাবে রিযিক দেয়া হত, যেমন রিযিক দেয়া হয় পাখিদের। এরা সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।[১]

অর্থাৎ সত্যিকার তাওয়াক্কুল করলে আল্লাহ তা'আলা পাখিদের মত রিযিক দান করবেন। যাদের রিযিক অন্বেষণে দু:শ্চিন্তা ও হতাশ হতে হবে না।

[১] সুনানে তিরমিযি ২৩৪৪, ইফাবা হাঃ ২৩৪৭; সুনানে ইবনু মাজাহ ৪১৬৪; হাদিসটি হাসান-সহিহ।

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারীর সাহায্যের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

অর্থঃ মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্বরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করে দেয় এবং তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।

(সূরা আনফাল ৮ ঃ ২)

সূরা আনফালের উল্লেখিত আয়াতে ঈমানদারদের তিনটি গুণাগুণ আলোচিত হয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

১. যদি তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তবে তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

২. যখন তাঁর আয়াত বা বাণী তাদের সামনে তিলাওয়াত করা হয় তখন এতে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। ঈমান আরো দৃঢ়, আরো মজবুত হয়।

৩. তারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে। পরবর্তী আয়াতে আরো দু'টো গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো, তারা সলাত কায়েম করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের যে রিযিক দান করেছেন, তা থেকে তারা আল্লাহর পথে দান-সদাকা করে। সূরা আনফালের দুই ও তিন নং আয়াতে ঈমানদারদের গুরুত্বপূর্ণ এ পাঁচটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর চার নং আয়াতে বলা হয়েছে, যাদের এ গুণগুলো আছে তারাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ গুণগুলো অর্জন করার তাওফীক দান করুন। (আমীন)

নিম্নে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা হলোঃ

হাদিস নং - ০১

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُوْنَ أُمَّتِيْ فَقِيْلَ هٰذَا مُوْسٰى وَقَوْمُهُ ثُمَّ قِيْلَ لِي انْظُرْ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيْلَ لِي انْظُرْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيْلَ هٰؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَمَعَ هٰؤُلَاءِ سَبْعُوْنَ أَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْكِ وَلٰكِنَّا آمَنَّا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَلٰكِنْ هٰؤُلَاءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَكْتَوُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন নাবী ﷺ আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন: আমার সামনে (পূর্ববর্তী নাবীগণের) উম্মাতদের পেশ করা হল। (আমি দেখলাম) একজন নাবী যাচ্ছেন, তাঁর সাথে আছে মাত্র একজন লোক এবং আর একজন নাবী যার সঙ্গে আছে দু'জন লোক। অন্য এক নাবীকে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে আছে একটি দল, আর একজন নাবী তার সাথে কেউ নেই। আবার দেখলাম, একটি বিরাট দল যা দিগন্ত জুড়ে আছে। আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, এ বিরাট দলটি যদি আমার উম্মাত হত। বলা হল: এটা মূসা (আঃ) ও তাঁর কওম। এরপর আমাকে বলা হল: দেখুন। দেখলাম, একটি বিশাল জামা'আত দিগন্ত জুড়ে আছে। আবার বলা হল: এ দিকে দেখুন। ও দিকে দেখুন। দেখলাম,

বিরাট বিরাট দল দিগন্ত জুড়ে ছেয়ে আছে। বলা হল: ঐ সবই আপনার উম্মাত এবং ওদের সাথে সত্তর হাজার লোক এমন আছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর লোকজন এদিক ওদিক চলে গেল। নাবী ﷺ আর তাদের (সত্তর হাজারের) ব্যাখ্যা করে বলেননি। নাবী ﷺ এর সাহাবাগণ এ নিয়ে নানান কথা শুরু করে দিলেন। তারা বলাবলি করলেন: আমরা তো শিরকের মাঝে জন্মেছি, পরে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান এনেছি। বরং এরা আমাদের সন্তানরাই হবে। নাবী ﷺ এর কাছে এ কথা পৌঁছলে তিনি বলেন: তারা (হবে) ঐ সব লোক যারা অবৈধভাবে মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করে না, ঝাড়-ফুঁক করে না এবং আগুনে পোড়ানো লোহার দাগ লাগায় না, আর তারা তাদের রবের উপর একমাত্র ভরসা রাখে। তখন উক্কাশাহ্ ইবনু মিহসান (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাদের মধ্যে আমি? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন আর একজন দাঁড়িয়ে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেন: এ বিষয়ে উক্কাশাহ্ তোমাকে ছাড়িয়ে গেছে।[২]

হাদিসের শিক্ষা ও মাসায়েল:

- কিয়ামত সংঘটিত হবার পর হাশরের ময়দানে যা ঘটবে, তার কিছু চিত্র আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল মুহাম্মাদ ﷺ কে দেখিয়েছেন।
- হাশরের ময়দানে উম্মাতের সংখ্যার বিচারে মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মাত সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। অন্য এক হাদিসে এসেছে তিনি উম্মাতের সংখ্যাধিক্য দেখে গর্ব করবেন।
- অনেক নাবী এমন হবেন, যাদের কোন অনুসারী থাকবে না। এটাকে তাদের ব্যর্থতা বলে গণ্য করা হবে না। কারণ তারা উম্মাতের হিদায়াতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। ফলাফল তো তাদের আয়ত্বে ছিল না।
- উম্মাতে মুহাম্মাদীর থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবে। কারণ, তারা তাওয়াক্কুলের পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেছে। তাদের তাওয়াক্কুলের প্রকাশ ছিল এমন যে, তারা অবৈধভাবে মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করে না, ঝাড়-ফুঁক করে না এবং আগুনে পোড়ানো লোহার দাগ লাগায় না।
- ইসলাম কোন কিছুকে অশুভ লক্ষণ মনে করা অনুমোদন করে না। মানুষের সমাজে অনেক অশুভ লক্ষণের ধারণা আছে। যেমন, কালো বিড়ালকে অশুভ ভাবা হয়। তের সংখ্যাকে অশুভ ধরা হয়। কোন কোন তারিখকে অশুভ বলে গণ্য করা হয়। কখনো কখনো পশু পাখির হাক ডাককে অশুভ ধারণা করা হয় ইত্যাদি।

[২] সহিহ বুখারি ৫৭০৫, ৫৭৫২, ৬৫৪১, ইফাবা হাঃ ৫১৮৭, ৫২২৮, ৬০৯৮।

যত প্রকার অশুভ লক্ষণ বলে মানুষ ধারণা করে, ইসলাম সবকিছুই বাতিল করে দিয়েছে।

- ঝাড়-ফুঁক দুই ধরণের। শরীয়ত অনুমোদিত ঝাড়-ফুঁক, আর শরীয়ত পরিপন্থী ঝাড়-ফুঁক। যে সকল ঝাড়-ফুঁক কুরআন ও সহিহ হাদিস অনুযায়ী হবে তা জায়েয। আর যা এর বাহিরে হবে তা শিরক বলে বিবেচিত হবে। যারা জায়েয ঝাড়-ফুঁক-কেও পরিহার করে চলে এ হাদিসে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। নাজায়েয ঝাড়-ফুঁকতো শুধু তাওয়াক্কুলেরই খেলাফ নয়। বরং তা তাওহীদেরও খেলাফ। এ হাদিসে যে ঝাড়-ফুঁককে তাওয়াক্কুলের খেলাফ বলা হয়েছে তা হল জায়েয ঝাড়-ফুঁক। আর নাজায়েয ঝাড়-ফুঁক করলে তাওয়াক্কুল তো দূরের কথা ঈমানই থাকে কিনা সন্দেহ।

- রসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী হাদিস নিয়ে গবেষণা করার বৈধতা প্রমাণিত হলো। রসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কথা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাতে বাধা দেননি।

- যে সকল ঝাড়-ফুঁক বৈধ, তা হলো, কুরআনের আয়াত, হাদিসে বর্ণিত দু'আ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা। কেউ এরকম ঝাড়-ফুঁক করলে গুনাহ হবে না। যদি কেউ ঝাড়-ফুঁকের জন্য আসে তখন তাকে বৈধ পন্থায় ঝাড়-ফুঁক না করে ফিরিয়ে দেয়াও ঠিক হবে না।

- ভাল কাজে সাহাবায়ে কেরাম প্রতিযোগিতা করতেন। কেউ পিছনে থাকতে চাইতেন না। উক্কাশা (রাঃ) এর দু'আ চাওয়া ও অন্যান্য সাহাবীদের এ মর্যাদা কামনা করার মাধ্যমে এটা আমাদের বুঝে আসে।

- কোন নেককার আলেম, বুযুর্গ ব্যক্তিকে 'আমার জন্য দু'আ করুন' বলা নাজায়েয নয়। সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ ﷺ কে এরকম বলেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ চলে যাওয়ার পর সাহাবাগণ এ রকম বলতেন। যেমন উমার (রাঃ) আব্বাস (রাঃ) কে বলেছিলেন: রসূলুল্লাহ ﷺ জীবিত থাকাকালে আমরা তাকে দু'আ করতে বলতাম। এখন তিনি নেই। আমরা আপনাকে (বৃষ্টির জন্য) দু'আ করতে অনুরোধ করছি।

হাদিস নং - ০২

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ

অর্থঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি। তোমার উপরই ঈমান এনেছি। তোমার উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করেছি। তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি এবং তোমার সহযোগিতায়ই শত্রুদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছি। হে আল্লাহ! তোমার সম্মানের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বাচাঁও। তুমি চিরঞ্জীব সত্তা, যিনি মৃত্যু বরণ করেন না। আর জিন ও মানুষ মৃত্যু বরণ করবে।[৩]

হাদিসের শিক্ষা ও মাসায়েল:

- রসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা যে সকল দু‘আ করতেন তার মধ্যে একটি হলো-

اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি। তোমার উপরই ঈমান এনেছি। তোমার উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করেছি। তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি এবং তোমার সহযোগিতায়ই শত্রুদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার সম্মানের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বাচাঁও। তুমি চিরঞ্জীব সত্তা, যিনি মৃত্যু বরণ করেন না। আর জিন ও মানুষ মৃত্যু বরণ করবে।

- রসূলুল্লাহ ﷺ এ দু‘আতে বলেছেন, আমি তোমার উপরই তাওয়াক্কুল করলাম। এ কথা থেকে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা ও তার ঘোষণা দেয়ার গুরুত্ব

---

[৩] সহিহ বুখারি ৭৩৮৩, সহিহ মুসলিম ৬৭৯২, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ২৭১৭), ইফাবা হাঃ ৬৬৫১, ইসে হাঃ ৬৭০৪।

অনুধাবন করা যায়। অতএব, আমাদের সকলের উচিত দু‘আটি মুখস্থ করে নেয়া ও সময় সুযোগমত অর্থ বুঝে পাঠ করা।

হাদিস নং - ০৩

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : "حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ" قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنِ قَالُوْا : (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوْا : حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ)

অর্থঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নিমাল ওয়াকীল” (আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কার্যনির্বাহক)। কথাটি ইবরাহীম (আঃ) তখন বলেছিলেন, যখন তিনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। আর মুহাম্মাদ ﷺ বলেছিলেন, যখন লোকেরা বলল, “নিশ্চয়ই লোকেরা (কাফিররা) তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হচ্ছে, তাই তোমরা তাদের ভয় কর, তখন তাদের (সাহাবাদের) ঈমান বেড়ে গেল এবং তারা বলল, “হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নিমাল ওয়াকীল” (আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কার্যনির্বাহক)।[৪]

অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ آخِرُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ "حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) যখন আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন তাঁর শেষ কথা ছিল: “হাসবিআল্লাহু ওয়া-নিমাল ওয়াকীল” অর্থাৎ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।[৫]

হাদিসের শিক্ষা ও মাসায়েল:

---

[৪] সহিহ বুখারি ৪৫৬৩, ইফাবা হাঃ ৪২০৪; (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১৭৩)।

[৫] সহিহ বুখারি ৪৫৬৪, ইফাবা হাঃ ৪২০৫।

- এক. হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নিমাল ওয়াকীল দু'আটির ফযিলাত প্রমাণিত হল। এ দু'আটি যেমন মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম চরম বিপদের মুহূর্তে পাঠ করেছিলেন। তেমনি সাইয়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ ﷺ ও বিপদের সময় তা পাঠ করেছেন।

- মানুষের পক্ষ থেকে আগত আঘাত, আক্রমণ ও বিপদের সময় এ দু'আটি পাঠ করা আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাওয়াক্কুলের একটি বড় প্রমাণ। তাইতো নমরুদ যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল তখন তিনি এ দু'আটি পড়েই আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের প্রমাণ রেখেছিলেন। একইভাবে উহুদ যুদ্ধের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির পর যখন নাবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম আবার শত্রু বাহিনীর আক্রমণের খবর পেলেন, তখন তারা এ দু'আটি পাঠ করে আল্লাহর উপর নির্ভেজাল তাওয়াক্কুলের প্রমাণ দিয়েছেন।

- দু'আটি আল্লাহর কাছে এত প্রিয় যে, তিনি তাঁর পবিত্র কালামে এ দু'আ পড়ার ঘটনাটি তুলে ধরেছেন। আর যারা এটি পড়েছে তাদের প্রশংসা করেছেন।

- শত্রুর পক্ষ থেকে আগত ভয়াবহ বিপদ বা আক্রমণের মুখে এ দু'আটি সে-ই পড়তে পারে যার ঈমান তখন বেড়ে যায়। যে পাঠ করে তার ঈমান যে বৃদ্ধি পেয়েছে তাও বুঝা যায়।

- দু'আটি পাঠ করতে হবে অন্তর দিয়ে। অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এমনভাবে পাঠ করেছিলেন বলেই আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এমনভাবে পাঠ করতে পেরেছিলেন বলেইতো তা আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছিল, ফলে শত্রুরা ভয়ে পালিয়েছিল। এমন যদি হয় যে, শুধু মুখে বললাম, কিন্তু কি বললাম তা বুঝলাম না। তাহলে এতে কাজ হবে না বলেই ধরে নেয়া যায়।

- حَسْبُنَا اللهُ আর حَسْبِيَ اللهُ এর পার্থক্য হল এক বচন ও বহু বচনের। প্রথমটির অর্থ আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর দ্বিতীয়টির অর্থ হল, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। এক বচনে حَسْبِيَ الله... আর বহু বচনে حَسْبُنَا اللهُ... বলতে হয়। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম একা ছিলেন। তাই তিনি حَسْبِيَ اللهُ.... বলেছেন।

হাদিস নং - ০৪

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) এর সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: এমন কিছু লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, যাদের অন্তর পাখির অন্তরের মত।[৬]

হাদিসের শিক্ষা ও মাসায়েল:

- 'যাদের অন্তর পাখির অন্তরের মত হবে' এ কথার অর্থ হল অন্তরের দিক দিয়ে পাখি যেভাবে আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করে, তারাও তেমনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করত। পাখিরা আল্লাহর উপর কিভাবে তাওয়াক্কুল করে সে সম্পর্কিত উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস সামনে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

- এ হাদিসের মাধ্যমে তাওয়াক্কুল করার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

হাদিস নং - ০৫

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمُرَةٍ وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ

---

[৬] সহিহ মুসলিম ৭০৫৪, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ২৮৪০), ইফাবা হাঃ ৬৮৯৯, ইসে হাঃ ৬৯৫৬।

فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قُلْتُ اللهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ

অর্থঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ এর সঙ্গে নাজদের দিকে কোন এক যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। নাবী ﷺ ফিরে আসলে তিনিও তাঁর সঙ্গে ফিরে আসলেন। তারা যখন কণ্টকময় বৃক্ষরাজীতে আবৃত এক উপত্যকায় উপস্থিত হলেন তখন তাঁদের দিবা বিশ্রামের সময় এলো। আল্লাহর রসূল ﷺ সেখানে অবতরণ করেন। লোকের ছায়ার আশ্রয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। আল্লাহর রসূল ﷺ একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করলেন এবং তাতে তাঁর তরবারী ঝুলিয়ে রাখলেন। অতঃপর আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক সময় আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের ডাকতে লাগলেন। দেখলাম তাঁর পার্শ্বে একজন গ্রাম্য আরব। তিনি বললেন: আমার নিদ্রাবস্থায় এই ব্যক্তি আমারই তরবারী আমারই উপর বের করে ধরেছে। জেগে উঠে দেখতে পেলাম যে, তার হাতে খোলা তরবারী। সে বলল, আমার থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে, আমি তিনবার বললাম, আল্লাহ! তারপরও তিনি তার (ঐ গ্রাম্য লোকটি) থেকে কোন প্রতিশোধ নেননি, অথচ সে সেখানে বসে আছে।[৭]

হাদিসের শিক্ষা ও মাসায়েলঃ

- নজদ এলাকার পথে রসূলুল্লাহ ﷺ অভিযান পরিচালনা করেছেন। হাদিস ও ইতিহাসে এটা জাতুর রেকা অভিযান বলে পরিচিত।
- হাদিসের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, জাতুর রেকা যুদ্ধে যখন রসূলুল্লাহ ﷺ একটি গাছের নিচে একাকী বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন এক মুশরিক ব্যক্তি তরবারি উত্তোলন করে রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলেছিল, এখন কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? রসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বলেছিলেন: আল্লাহ। তখন তার হাত থেকে তরবারিটি নিচে পড়ে যায়। পরে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ক্ষমা করে দেন। আর সে ইসলাম গ্রহণ করে।

[৭] সহিহ বুখারি ২৯১০, ২৯১৩, ৪১৩৫, ৪১৩৭, ৪১৩৯, ইফাবা হাঃ ২৭০৬, ২৭০৯।

- রসূলুল্লাহ ﷺ আক্রমণকারীকে কোন প্রকার প্রশ্রয় না দিয়ে, কোনো নম্রতা বা দূর্বলতা প্রদর্শন না করে উত্তর দিয়েছেন, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন। এটি আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একটি মহান আদর্শ।

- রসূলুল্লাহ ﷺ হলেন বিশ্ববাসীর জন্য রহমত। তাই তিনি আক্রমণকারী লোকটিকে কোন ধরণের শাস্তি দিলেন না। শাস্তি প্রদানে কোন বাধাও ছিল না। তবু তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আমরা যদি নিজেদের মধ্যকার বিষয়গুলোতে একে অপরের প্রতি ক্ষমার নীতি অনুসরণ করতাম, তাহলে আমাদের অবস্থা অন্য রকম হতে পারত। আমরা সেই রসূলের উম্মাত হয়ে শত্রুদের ক্ষমা করা তো পরের কথা নিজেদের লোকদেরই ক্ষমা করতে পারি না।

হাদিস নং - ০৬

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا

অর্থঃ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা যদি প্রকৃতভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করতে, তাহলে তোমাদেরকে এমন ভাবে রিযিক দেয়া হত, যেমন রিযিক দেয়া হয় পাখিদের। এরা সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় আর সন্ধায় ভরা পেটে ফিরে আসে।[৮]

হাদিসের শিক্ষা ও মাসায়েল:

- এক. হাদিসে সত্যিকার তাওয়াক্কুল করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

- সত্যিকার তাওয়াক্কুল করলে আল্লাহ পাখিদের মত রিযিক দেবেন। যাদের রিযিক অন্বেষণে দু:শ্চিন্তা ও হতাশ হতে হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন।

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَحَسْبُهُ

অর্থঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট।
(সূরা তালাক ৬৫ ঃ ৩)

---

[৮] সুনানে তিরমিযি ২৩৪৪, ইফাবা হাঃ ২৩৪৭; সুনানে ইবনু মাজাহ ৪১৬৪; হাদিসটি হাসান-সহিহ।

- পাখিরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে ঘরে বসে থাকে না। তারা রিযিক অন্বেষণে সকালে বেরিয়ে পড়ে। অতএব, তাওয়াক্কুল অর্থ বসে থাকা নয়। শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করে ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করার নামই প্রকৃত তাওয়াক্কুল। যেমন আমরা দেখি এ পরিচ্ছেদে আলোচ্য হামরাউল আসাদ অভিযানে আল্লাহর রসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের আক্রমণের কথা শুনে তাওয়াক্কুল করে মদিনাতে বসে থাকেননি। বরং তারা দু:খ, কষ্ট আর জখম নিয়ে শত্রুদের ধাওয়া করার জন্য বের হয়েছিলেন।

হাদিস নং - ০৭

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى رَجُلًا فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلْ اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ

অর্থঃ বারা ইবনু আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এক লোককে নির্দেশ দিলেন। যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন বলবে: “হে আল্লাহ! আমি আমার নাফসকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম। আমার বিষয় তোমার কাছেই সোপর্দ করলাম এবং আমার চেহারা তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম। আমার পিষ্ঠদেশ তোমার কাছে সোপর্দ করলাম। আর এ সব কিছু তোমার শাস্তির ভয়ে ও পুরস্কারের আশায় করছি। তুমি ছাড়া কোন আশ্রয় নেই। তুমি ছাড়া মুক্তির কোন উপায় নেই। আমি তোমার কিতাবের উপর ঈমান এনেছি যা তুমি নাযিল করেছ। আপনার প্রেরিত নাবীর প্রতিও ঈমান এনেছি।” যদি তুমি এ অবস্থাতেই মারা যাও, তবে তুমি স্বভাবধর্ম ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে।[৯]

---

[৯] সহিহ বুখারি ৬৩১৩, ৬৩১১, ৬৩১৫, ৭৪৮৮, ইফাবা হাঃ ৫৭৬১, ৫৭৫৯, সহিহ মুসলিম (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ২১০); সুনানে তিরমিযি ৩৩৯৪, ৩৫৭৪, সুনানে আবু দাউদ ৫০৪৬, সুনানে ইবনু মাজাহ ৩৮৭৬; মুসনাদে আহমাদ ১৮০৪৪, ১৮০৮৯।

হাদিসের শিক্ষা ও মাসায়েল:

- নিদ্রা যাবার কিছু দু'আ আছে। যার একটি হলো-

اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

- দু'আটি পড়ে কেউ যদি নিদ্রা যায়। আর সে রাতে তার মৃত্যু হয়, তাহলে সে স্বভাবধর্ম ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে।

- এ হাদিসে বর্ণিত দু'আর মধ্যে স্বীকারোক্তি গুলোর সবই সত্যিকার তাওয়াক্কুলের ঘোষণা। যেমন, হে আল্লাহ! আমি আমার নাফসকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম। আমার বিষয় তোমার কাছেই সোপর্দ করলাম এবং আমার চেহারা তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম। আমার পিষ্ঠদেশ তোমার কাছে সোপর্দ করলাম। আর এ সব কিছু তোমার শাস্তির ভয়ে ও পুরস্কারের আশায় করছি। তুমি ব্যতীত কোন আশ্রয় নেই। তুমি ব্যতীত মুক্তির কোন উপায় নেই....।

- একজন তাওয়াক্কুলকারীর দৃষ্টিভঙ্গি এ রকমই হতে হবে। সারা দিন তো বটেই। নিদ্রা যাবার নিরাপদ মুহূর্তেও আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাওয়াক্কুলের চর্চা করতে হবে।

- নিরাপত্তাহীনতা, বিপদ-আপদ, দুর্যোগ-সঙ্কটের সময় যেমন মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে থাকে, তেমনি ঘুমাতে যাওয়ার মত নিরাপদ অবস্থায়ও সে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের কথা ভূলে যায় না।

হাদিস নং - ০৮

عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا

অর্থঃ আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন (হিজরতের সময়) গুহায় অবস্থান করেছিলাম, তখন আমি নাবী ﷺ কে বললাম: যদি কাফিররা তাদের পায়ের নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি বললেন: হে

আবু বকর! ঐ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয় জন হচ্ছেন আল্লাহ?[১০]

হাদিসের শিক্ষা ও মাসায়েলঃ

- হিজরতের সময় যখন রসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রাঃ) একটি গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন তখন তাদের ধরতে আসা মক্কার মুশরিকরা এতটা নিকটে এসেছিল যে, আবু বকর (রাঃ) তাদের পা দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর রহমতে মুশরিকরা তাদের দেখতে পায়নি। কারণ তারা উভয়ে আল্লাহর উপর এমন তাওয়াক্কুল করেছিলেন যে, আল্লাহকে তাদের তৃতীয়জন বলে বিশ্বাস করেছেন।
- এমন কঠিন বিপদের মুহূর্তেও রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে ভূলে যাননি।
- অতএব জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিটি মুমিনকে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে।

হাদিস নং - ০৯

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

অর্থঃ উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন নিজ ঘর হতে বের হতেন, তখন বলতেনঃ "আল্লাহর নামে (বের হলাম), তাঁর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করলাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অন্যকে পথভ্রষ্ট করা থেকে অথবা কারো দ্বারা আমি পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে, আমি অন্যকে পদস্খলন করতে অথবা অন্যের দ্বারা পদস্খলিত হতে, আমি অন্যকে নির্যাতন করতে

[১০] সহিহ বুখারি ৩৬৫৩, ৩৯২২, ৪৬৬৩, ইফাবা হাঃ ৩৩৮৮, ৩৬৩৫; সহিহ মুসলিম (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ২৩৮১); সুনানে তিরমিযি ৩০৯৬।

অথবা অন্যের দ্বারা নির্যাতিত হতে এবং আমি অন্যকে অবজ্ঞা করতে বা নিজে অপরের দ্বারা অবজ্ঞা হওয়া থেকে।”[১১]

হাদিসের শিক্ষা ও মাসায়েলঃ

- এ হাদিসে ঘর থেকে বের হওয়ার একটি দু‘আ বর্ণিত হয়েছে। দু‘আটি হলো-

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

- ঘরে থাকা অবস্থায় যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করে দু‘আ করেছেন, তাওয়াক্কুল করার ঘোষণা দিয়েছেন। তেমনি ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ও তাওয়াক্কুল করে দু‘আ করেছেন। তাওয়াক্কুল অবলম্বন করার ঘোষণা দিয়েছেন। অর্থাৎ ঘরে বাইরে সর্বত্রই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। এটা এ হাদিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। আমরা যেন এমন ধারণা না করি যে, এখন আমরা আমাদের ঘরে খুব নিরাপদে আছি। নিরাপত্তার প্রতি কোন হুমকি নেই। তাই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার তেমন প্রয়োজন নেই।

- নাবী ﷺ আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেনঃ নিজে পথভ্রষ্ট হওয়া এবং কাউকে পথভ্রষ্ট করা থেকে।

- অত্যাচারী হওয়া ও অত্যাচারিত হওয়া থেকে রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

- মূর্খতা সুলভ আচরণ করা থেকে রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেছেন। এমনিভাবে কারো থেকে মূর্খতাসুলভ আচরণের শিকার যেন না হতে হয়, সে জন্যও তিনি দু‘আ করেছেন।

হাদিস নং - ১০

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ،

---

[১১] সুনানে তিরমিযি ৩৪২৭, ইফাবা হাঃ ৩৪২৭; সুনানে আবু দাউদ ৫০৯৪, সুনানে ইবনু মাজাহ, ৩৮৮৪; হাদিস সহিহ।

يُقَالُ لَهُ كُفِيتَ وَوُقِيتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ- زَادَ أَبُودَاوُدِ: فَيَقُولُ: يُعْنِى الشَّيْطَانَ لِشَيْطَانٍ آخَرُ: كَيفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِىَ

অর্থঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কোন ব্যক্তি যখন নিজ ঘর হতে বের হওয়ার সময় বলে, 'আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করলাম। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (অকল্যাণকর কাজ থেকে) বিরত থাকা ও (কল্যাণ লাভ করার) শক্তি কারো নেই।' তবে তাকে বলা হয়, (আল্লাহই) তোমার জন্য যথেষ্ট, (অনিষ্ট থেকে) তোমাকে রক্ষা করা হল। আর শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়। "আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, এক শয়তান অন্য শয়তানকে বলে, যে ব্যক্তিকে হিদায়াত দেয়া হয়েছে, যার জন্য আল্লাহর রহমত যথেষ্ট করা হয়েছে, যাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে তার ব্যাপারে তোমার করার কি আছে।[১২]

হাদিসের শিক্ষা ও মাসায়েলঃ

- ঘর থেকে বের হওয়ার আরেকটি ছোট দু'আ এ হাদিসে বর্ণিত হল। দু'আটি হল-

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

- দু'আটি পাঠের ফযিলাত হলো। যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দু'আটি পড়ে বের হবে, সে সকল বিপদ-মুসীবত থেকে নিরাপদ থাকবে।

- এ দু'আটি যে পড়বে সে শয়তানের চক্রান্ত থেকে নিরাপদ থাকবে।
- দু'আটির মধ্যে তাওয়াক্কুল করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। দু'আটি পাঠ করার সাথে সাথে সকল বিষয়ে 'আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করলাম' এ দৃঢ় প্রত্যয় থাকা জরুরী। শুধু মুখে বললাম, 'আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলাম', আর অন্তর থাকল উদাসীন, তাহলে কাজ হবে না। এটা যেমন একটি দু'আ তেমনি ঘোষণা ও স্বীকারোক্তি।

হাদিস নং - ১১

---

[১২] সুনানে তিরমিযি ৩৪২৬, ইফাবা হাঃ ৩৪২৬; সুনানে আবু দাউদ ৫০৯৫; হাদিসটি হাসান।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ

অর্থঃ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নাবী ﷺ এর কাছে সব সময় আসত আর অন্য জন জীবিকা অর্জনের কাজে ব্যস্ত থাকত। জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত ব্যক্তি একদিন নাবী ﷺ এর কাছে এসে অপর ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে (অভিযোগকারী ভাইকে) বললেন: "হয়ত তোমাকে তার অসীলায় রিযিক দেয়া হয়।"[১৩]

হাদিসের শিক্ষা ও মাসায়েল:

- উপরোক্ত হাদিসে দেখা যায় এক ভাই জীবিকা অন্বেষণে ব্যস্ত থাকত আর অন্য ভাই জীবিকা অর্জনের কাজ করত না, তবে সে শিক্ষা অর্জনের জন্য নাবী কারীম ﷺ এর নিকট আসা যাওয়া করত। কিন্তু এটা জীবিকা অর্জনে নিয়োজিত ভাইয়ের পছন্দ হতো না। তার কথা ছিল, আমি একা কেন উপার্জন করব। এ কারণে সে নাবী কারীম ﷺ এর কাছে নালিশ দিয়েছিল। নাবী কারীম ﷺ অভিযোগকারীকে বললেন: তুমি যা অর্জন করে থাক সম্ভবত তা তোমার সেই ভাইয়ের কারণে আল্লাহ দিয়ে থাকেন, যে উপার্জন না করে আমার কাছে আসা যাওয়া করে থাকে।

- যে উপার্জন না করে নাবী ﷺ কাছে যেত সে জীবিকার জন্য আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছিল বলে আল্লাহ তার ভাইয়ের মাধ্যমে তাকে রিযিক দিয়েছেন।

- এ হাদিস থেকে এ শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য নয় যে, এক ভাই উপার্জন করবে আর অন্যজন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার নামে তার উপার্জন থেকে খেয়ে যাবে। বরং উদ্দেশ্য হল, কর্ম বন্টন। যদি উভয়ে উপার্জনে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে শিক্ষা অর্জন করবে কে? তাই একজন উপার্জন করবে আর অন্য জন শিক্ষা অর্জন করবে। যাতে উভয়ে একে অপর থেকে লাভবান হতে পারে।

[১৩] সুনানে তিরমিযি ২৩৪৫, ইফাবা হাঃ ২৩৪৮; হাদিস সহিহ ।

- জীবিকা অর্জনে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে দীনি ইলম অর্জনে মনোযোগ দেয়া অধিকতর ফযিলাতের কাজ।

- যে সকল দূর্বল, অসহায়, প্রতিবন্ধী মানুষকে আমরা লালন পালন করে থাকি তাদেরকে নিজেদের উপর বোঝা মনে করা মোটেই সঙ্গত নয়। তাদেরকে বোঝা মনে না করে আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের একটি মাধ্যম মনে করাই শ্রেয়। এটা এ হাদিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে তাঁর দ্বীনের কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করুন। (আমীন)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ